47

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাকা ভার্সিটির অনার্সে আসন সংখ্যা বাড়বে ঃ প্রিলিমিনারীর কমবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আগামী শিক্ষা বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারী ভর্তির আসন সংখ্যা কমিয়ে অনার্স (সম্মান) ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের আসন বাড়ানো হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স (সম্মান) শ্রেণীতে আসন সংখ্যা মোট ৩ হাজার ৮শ'র কিছু বেশী। অন্যদিকে প্রিলিমিনারী বিভাগে ৩ হাজারের মতন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর কিছু না কিছু অনার্সের আসন বাড়ানো এবং প্রিলিমিনারী ভর্তির আসন কর্তৃপক্ষ কমিয়ে আনছেন।

এ বছর তিন হাজারের মতন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রিলিমিনারীতে ভর্তি করা হয়। আগামী বছর এই সংখ্যা কমিয়ে দু হাজারে নামিয়ে আনার কথা কর্তৃপক্ষ চিন্তা-ভাবনা করছেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রিলিমিনারী ভর্তি আগামী বছরের পর আর করবে কি করবে না সে সম্পর্কে আগামী জানুয়ারী মাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, আগামী বছরের পর আর প্রিলিমিনারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে না। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিন বলেন, ডিগ্রী পাস করা ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। তাদের মাস্টার্স ভর্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা তারাই করবেন। তিনি বলেন, ডিগ্রী পাস ছাত্রছাত্রীদের মাস্টার্সের ভর্তির সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে নতুন ৩৬টি কলেজে মাস্টার্সের বিভিন্ন বিভাগ খোলা হচ্ছে। আগামীতে আরও ২৪টি কলেজে খোলা হবে। ফলে ডিগ্রী পাস করা ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করা হলেও তাদের ভর্তির কোন সমস্যা থাকবে না বলে তিনি জানান।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারী বন্ধ করার কয়েকটি কারণ হচ্ছে ক্লাস রুমের অভাব, পর্যাপ্ত শিক্ষকের

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **ঢাকা ভার্সিটির**

অভাব, সায়েন্স বিভাগের ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতি। অনেক সময় প্রিলিমিনারীদের কারণে অনার্সদের ক্লাস ও রুমের সংকট দেখা দেয়। বিশেষ করে কলাভবনের প্রতি কক্ষই বিভিন্ন বিভাগের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ থাকে। প্রিলিমিনারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে প্রিলিমিনারী ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় ও কর্তৃপক্ষ প্রিলি-মিনারী বিভাগের বিভিন্ন যৌক্তিকতা যাচাইয়ের পর এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তবে একান্তই যদি বন্ধ করা না হয় সে ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা আরও হ্রাস করা হবে।